০৪.১২.২০২৩

আইটেম নং ৭

সিটি নং ৭

কেএস

ডব্লু. পি. এ. ২০০৯ সালের ৩৯৫১

অনাঘা গুপ্তা

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা

মো. শাহজাহান হোসেন

মিঃ পৃথ্বীরাজ বিশ্বাস

... আবেদনকারীর জন্য

১. পিটিশনকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড সঞ্চয়, গ্রাচুইটি, সঞ্চিত ছুটির বেতন এবং অন্যান্য টার্মিনাল সুবিধাগুলি একসাথে মুক্তি দেওয়ার জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন তার উপর সুদ।

২. পিটিশনকারী দাবি করেন যে তার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছিল ৩১ অক্টোবর, ২০০৪ পর্যন্ত অনুগ্রহ এবং ব্যক্তিগত কারণে, তিনি ৪ জুলাই, ২০০৫ তারিখে তার পদত্যাগের চিঠি জমা দেওয়ার ছুটির পরে চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি।

৩. পিটিশনকারী দাবি করেন যে যদিও এই ধরনের পদত্যাগ কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছিল, তবে ভবিষ্য তহবিল সঞ্চয়, গ্র্যাচুইটি, ছুটির বেতনের পাশাপাশি অন্যান্য টার্মিনাল সুবিধা প্রকাশ করা হয়নি আবেদনকারীর পক্ষে।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের বিধি ৩৫-এর উপর নির্ভর করে, বিশেষ করে, ধারা (h) এবং (i) এর পক্ষে তার যুক্তির সমর্থনে যে একজন সদস্যের অধিকার রয়েছে নিয়োগকর্তার সেবা ছেড়ে দিতে এবং এই ধরনের সেবা ত্যাগ করার যোগ্য হবে উপরোক্ত সুবিধাগুলি গ্রহণ করে।

৫. উত্তরদাতাদের জন্য কোনটি উপস্থিত হয় না। উভয়ের জন্য বাসস্থান চাওয়া হয়েছে।

৬. রেকর্ড প্রকাশ করে যে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে পদত্যাগপত্র পাওয়ার পরে অনুরোধ করেছিলআবেদনকারীকে ১১ই জুলাই, ২০০৫ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সিডিসি/পাসপোর্টের সমস্ত পৃষ্ঠার অনুলিপি পাঠাতে হবে। এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ৭ জুলাই, ২০০৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে অনুরোধ করেছিল যে তিনি অন্য কোথাও চাকরি নেননি এবং তার পাসপোর্টের সমস্ত পৃষ্ঠা পাঠান / সিডিসি যাচাইয়ের জন্য যথাযথভাবে সত্যায়িত করুন, যেহেতু এরপর থেকে তিনি অননুমোদিত ও অবৈতনিক ছুটিতে ছিলেন অক্টোবর ৩১, ২০০৪।

৭. এটি আরও প্রদত্ত উত্তর থেকে প্রদর্শিত হয় শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড চিঠির মাধ্যমে ২৮ জুলাই, ২০০৮ তারিখের আবেদনকারীর ১০ মে, ২০০৮ তারিখের চিঠির সাথে আবেদনকারী যাত্রা করেছিলেন এম.টি. তার আগে ৯ নভেম্বর ২০০৪ থেকে আই এস ই আর ই শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ১১ জুলাই, ২০০৫-এ পদত্যাগপত্র প্রাপ্ত হয়েছিল।

৮. বিজ্ঞ আইনজীবী আবেদনকারীর পক্ষে তার যুক্তি উপস্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন, তবে, উক্ত বাস্তবিক অবস্থানকে বিতর্কিত করতে পারেননি। ২৮ জুলাই, ২০০৮ তারিখের উল্লিখিত চিঠিতে, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে কেউ যদি নোটিশের সময়কাল শেষ করার আগে অন্য কোথাও যোগদান করে, তবে তার পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে যেদিন থেকে তিনি বিনা বেতনে ছুটিতে ছিলেন, যেহেতু তিনি পারবেন না। একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা। এটাও বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারী ৩১ অক্টোবর থেকে বিনা বেতনে ছুটিতে ছিলেন, ২০০৪।

৯. ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের আবেদনকারীর পরিষেবা ৩১ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে বন্ধ করা হয়েছিল অক্টোবর, ২০০৪ অনুযায়ী টার্মিনাল সুবিধা ছাড়া

আই এন এস এ – এম উঃ আই চুক্তি শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফ থেকে দরখাস্তকারীর চাকরির এই ধরনের অবসানকে ফেব্রুয়ারী, ৯, ২০০৮ তারিখের চিঠির মাধ্যমে এই রিট পিটিশনে আবেদনকারীর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

১০. সঞ্জয় জৈন বনাম মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী। ন্যাশনাল এভিয়েশন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড তার সমর্থনে এ আই আর ২০১৯ (এস সি) ২৬৮ এ রিপোর্ট করা হয়েছে বিবাদ যে পদত্যাগপত্র হবে নোটিশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা হয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্তে দেখা গেছে যে পরিত্যাগের কাজটি ক বিভিন্ন রূপ বা একতরফা বা দ্বিপাক্ষিক অনুমান

চরিত্র নির্ভর করে অফিসের প্রকৃতি এবং এটি পরিচালনাকারী অবস্থার উপর। আরও লক্ষ্য করা গেল যে একটি চুক্তি কর্মসংস্থান, যাইহোক, একটি উপর দাঁড়ানো ভিন্ন পদে, যেখানে পদত্যাগের কাজটি দ্বিপাক্ষিক চরিত্রের এবং একজন কর্মচারীর পদত্যাগ শুধুমাত্র নিয়োগকর্তার দ্বারা এটি গ্রহণ করার পরে কার্যকর হয়। উল্লিখিত রিপোর্ট সিদ্ধান্ত, আবেদনকারীর কোন সহায়তা নয়, কারণ এটি স্পষ্ট

রেকর্ডে থাকা উপকরণ থেকে যা আবেদনকারী করেছিলেন শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলে না তার প্রার্থনা প্রক্রিয়া/কবুল করার সময় পদত্যাগ |

১১. তা ছাড়া, যেহেতু আবেদনকারীর সেবা আছে ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করা হয়েছে, যেমনটি পূর্বে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এই আদালত আবেদনকারীর প্রার্থনা অনুসারে কোনো সুরাহা দিতে আগ্রহী নয়।

১২. ২৫ মার্চ, ২০০৯ তারিখের আদেশ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ৪,৯১,৪১৩.৬১ টাকা পেয়েছেন, যা বকেয়া এবং প্রদেয় ছিল।

১৩. আবেদনকারী তার ভবিষ্য তহবিল অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিকে।

পূর্বোক্ত সকল কারণে রিটটি করা হয়

পিটিশন খারিজ হয়ে যায়।

১৪. খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না.

১৫. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি জন্য আবেদন, পক্ষগুলি সজ্জিত করা দ্রুত সব আইনি সম্মতি উপর আনুষ্ঠানিকতা মেনে|

(বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।